OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 915 - 923
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা : একটি তথ্যমূলক বিশ্লেষণ

মিহির মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মহিষাদল রাজ কলেজ
Email ID : m.mihir0903@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Nationalism, Newspaper, British rule, Independence movement, Media, Social-media.

Abstract
Indian nationalism and the media is an important relationship that affects every level of society. The media illuminates various aspects of Indian nationalism and spreads nationalism within the society. The concept of media and nationalism is not new in India, it has deep roots in history and civilization. The history of newspapers or journalism in India dates back to ancient times. Evidence of this can be found by analyzing the history of India's oldest books - the Vedas, Puranas, Ramayana, Mahabharata, etc.

The modern concept of Indian media developed during the British rule and the media played a significant role in awakening the feeling of nationalism among the countrymen during the independence movement.

The rise of regional newspapers in India in the 19th century played a significant role in shaping public opinion, organizing political movements and propagating nationalism. As a result, the Indian National Congress was founded in December 1885, which was the first organized expression of Indian nationalism at the all-India level.

The media played a significant role in strengthening nationalism in post-independence India. Article 19 of the Indian Constitution provides for freedom of speech and expression, under which freedom of the press is enshrined. As the fourth pillar of Indian democracy, the media has been providing news independently on the internal peace and order or crisis of the country, war or friendly relations with any other country and the spread of nationalism.

Nowadays, since the rise of social media, the entire media system has changed. Today, social media has become the most powerful platform for shaping and organizing public opinion. Nowadays, nationalism has become the most controversial topic on social media. Additionally, nationalist sentiments are expressed through social media regarding the successes and

failures of various events organized within the country and in the field of Indian foreign policy.

Discussion

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যা সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে প্রভাব ফেলে। গণমাধ্যম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন দিকে আলোকিত করে এবং সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসারণ করে। গণমাধ্যম ও জাতীয়তাবাদের ধারণা ভারতে নতুন নয়, ইতিহাস ও সভ্যতার গভীরে এর শিকড় রয়েছে। সংবাদপত্র গণমাধ্যমগুলির মধ্যে শুধু প্রাচীনতমই নয়, এখনও পর্যন্ত বলিষ্ঠতম মাধ্যম রূপেই স্বীকৃত। সমাজে রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র প্রভৃতির বিস্তার ও প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রভাব তাতে কিছু মাত্রায় ক্ষুন্ন হয়নি বরং ক্রমবর্ধমান।[১]

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার উত্থানের পর থেকে পুরো মিডিয়া ব্যবস্থা বদলে গেছে। আজ সোশ্যাল মিডিয়া জনমত গঠন ও সংগঠিত করার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। আজকাল জাতীয়তাবাদ সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও পরিষেবা প্রদান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রসারিত হয়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্তীতে কাশ্মীরের পুলওমায় সেনা কনভয়ের উপর জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে এবং ভারতীয় বায়ু সেনার পাকিস্তানের বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, যা সারাদেশব্যাপী ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশ ঘটে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই জাতীয়তাবাদী আলোচনা অন্য মাত্রা অর্জন করে।

প্রাচীন ভারতে সংবাদপত্র : ভারতবর্ষে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতার ইতিহাস বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রথিত রয়েছে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সময়কার কাজকে 'সাংবাদিকতা' বলে অভিহিত করা হতো না। ভারতে বৈদিক যুগের সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় চতুর্বেদের অন্যতম ঋগ্বেদে। এই ঋগ্বেদে 'সূত' ও 'পালাগল' এই দুই শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ আছে। 'সূত' হল পুরান কথক রাজ-সাংবাদিক এবং সারথি। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Royal Herald'। 'পালাগল' হল সংবাদ-বাহক বা 'Courier'। রামায়ণ এবং মহাভারত কেবল প্রাচীন মহাকাব্যই নয়, তৎকালীন সমাজের দর্পণ বলেও স্বীকৃত। এই মহাকাব্য দুটিতে সাংবাদিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা – নারদ, বাল্মিকী, সুগ্রীব, সঞ্জয়, বিদুর। মহাভারতের সংগঠিত কুরুক্ষেত্রের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় সঞ্জয়ের কাছ থেকে। আমার জতুগৃহে কুন্তিসহ পঞ্চপান্ডবকে পুড়িয়ে মারার গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্তটির সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন বিদুর। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে এই সমস্ত চরিত্র গুলিকে সাংবাদিক নামে চিহ্নিত করা না হলেও বর্তমান সময়ের সাংবাদিকের কাজের সঙ্গে তাদের কাজের কোন পার্থক্য ছিল না।[২]

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে সংবাদপত্রের প্রভাব : প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ভারতে ছাপাখানা ছিল না। মোঘল আমলে ভারতে হাতে লেখা সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল। মোঘল আমলে বাদশাহরা প্রতি প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে 'চর' রাখতেন, এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করে কখনো মাসে একবার কখনো বা সপ্তাহে সপ্তাহে লিখে পাঠাতো। গোপনীয় রাজকীয় কথা না থাকলে এই সকল সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হত। এই প্রথার অনুকরণে সেনাপতি, শাসনকর্তা এবং করদ-রাজারাও রাজ দরবারের ঘটনা, রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানার জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ, লেখক, ওয়াকেয়া-নবিস রাখতেন। এই সকল সংবাদ লিপির নাম ছিল 'আখবার'।[৩]

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ধনী ব্যবসায়ীরাও ব্যক্তিগত সংবাদ লেখক নিযুক্ত করতেন। সংবাদ লেখকরা বাণিজ্যিক ও অন্যান্য খবরসহ তথ্যপত্র প্রস্তুত করে মনিবের কাছে পাঠাতো। মুদ্রা যন্ত্রের সুবিধা না থাকার জন্য এইসব সরকারি ও ব্যক্তিগত তথ্য ও সংবাদপত্র হাতেই লেখা হত। সংবাদের বৈচিত্র না থাকায় এগুলির প্রচার জনসাধারণের ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো।[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রিটিশ শাসনকালে সংবাদপত্র : ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ২৯ জানুয়ারি ভারতের প্রথম মুদ্রিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা করেন জেমস অগস্টাস হিকি (James Augustus Hicky)। হিকির সাপ্তাহিক পত্র 'বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার' (Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser) ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী হিকি ছিলেন পত্রিকাটির লেখক, সম্পাদক এবং প্রকাশক। পত্রিকাটি সপ্তাহে একবার শনিবার ছাপা হত এবং মূল্য ছিল এক টাকা। সংবাদ পত্রটি সরকারি দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং নাগরিক সমস্যা-সহ রাজনৈতিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক সংবাদ প্রকাশ করা হত। কিন্তু হিকি অবগত হন যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রতিযোগীরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্র চালু করতে চায়, তখন তিনি শক্তিশালী কোম্পানি বিরোধী অবস্থান নেন। কোম্পানি এবং তার কর্মকর্তাদের ক্রমাগত সমালোচনার কারণে পত্রিকাটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নজরে আসে ফলস্বরূপ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে পত্রিকাটি একাধিক মানহানির মামলাসহ আইনি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। মি: হিকি মানহানির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং গ্রেফতার করা হয়। প্রকাশের দুই বছর পর মার্চ মাসে ১৭৮২ সালে পত্রিকার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয় ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[৫]

হিকির পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার দশ মাসের মধ্যেই ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'বেঙ্গল গেজেট' এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রকাশিত হয় 'ইন্ডিয়া গেজেট'। মাদ্রাজ ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ ও বোম্বাই ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্সর প্রথা চালু হয়, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ওঠে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মারকুইস অব ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য তিনি রেগুলেশন জারি করেন। সরকারি ভাবে আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্র দমনের সূত্রপাত ঘটে।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলির শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা পত্রিকা 'দিগদর্শন' (এপ্রিল, ১৮১৮) এবং 'সমাচার দর্পণ' (মে, ১৮১৮)। দিগদর্শন ছিল মাসিক পত্রিকা এবং সমাচার দর্পণ ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকা দুটির সম্পাদক হিসেবে জন মার্শম্যানের নাম থাকলেও সহ-সম্পাদক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই মে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গাল গেজেট' – প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র (বাংলা), প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। শুরু হল ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়। এই সময় থেকে সংবাদপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকে। এই সময় থেকেই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর জেমস সিল্ক বাকিংহাম 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি সংবাদপত্রের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এই পত্রিকাটির মাধ্যমে সাংবাদিকতার একটি আদর্শ ফুটে ওঠে। রামমোহন রায় এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।[৬]

গবেষক কৃষ্ণ ধরের মতে, রামমোহন রায় ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর প্রথম দ্বিভাষিক পত্রিকা 'Brahmanical Magazine' ইংরেজিতে ও 'ব্রাহ্মণসেবধি' বাংলায় প্রকাশ করেন। পত্রিকা 'ব্রাহ্মণসেবধি' : ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সংবাদ। তিনি ক্রমশ খ্রিস্টধর্মের যাজকদের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম বিষয়ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং ধর্ম সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি আন্দোলনে কলমই তাঁর হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিভাষিক এই পত্রিকার মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[৭]

রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮২১ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'সংবাদ কৌমুদী' ও ১৮২২ সালে প্রকাশিত পার্শী সংবাদপত্র 'মিরাত-উল-আকবার' হল ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সংবাদপত্র। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে সমাজ সংস্কার, ধর্মীয় ও দার্শনিক সমস্যার বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা সংগঠিত হত। গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এর প্রগতিশীল শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় সাংবাদিকতার অগ্রগতিতে প্রেরণা জুগিয়ে ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রাজা রামমোহন রায়ের যৌথ উদ্যোগে ১৮৩০ সালে বাংলা ভাষায় 'বঙ্গদূত' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এরপর ১৮২৯ সালে ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, পরবর্তীকালে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুন থেকে দৈনিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এটিই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র আদর্শের উত্তরাধিকাররূপে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচি। এই সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে মাসিক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। প্রধান পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেশের সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা গভীরভাবে অন্বেষণ ও সমাধানের পথ খুঁজতে চেষ্টা করত। দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানোই ছিল এই পত্রিকার প্রধানতম উদ্দেশ্য।[৯]

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন রায়ের মালিকানায় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে মিলিটারি অডিটর জেনারেল - এ কর্মরত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামে প্রকাশিত (১৮৫৩) হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ভারতের প্রথম জাতীয় পত্রিকার মর্যাদা অর্জন করে। সিপাহী বিদ্রোহ ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিস্তারিত সংবাদ ও মতামত নির্ভীকতার সঙ্গে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হতে থাকে। নীল বিদ্রোহের সময় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র বাংলা সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলি গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১০]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন কোম্পানি রাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে তখন শাসকগোষ্ঠী দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ ছিল না, কৃষক, কারিগর এবং সাধারণ মানুষও এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদের জনক বলে যাকে মনে করা হয়, সেই বিনায়ক দামোদর সাভারকর তার বই 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ১৮৫৭' - এ আজিমুল্লাহ খান সম্বন্ধে লিখেছেন ১৮৫৭-র বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম ছিলেন আজিমুল্লাহ খান। স্বাধীনতা যুদ্ধর ভাবনাটা যাদের মাথায় প্রথম এসেছিল তাদের মধ্যে আজিমুল্লাহ অন্যতম। তিনি ইংরেজি, ফরাসি-সহ বেশ কয়েকটি বিদেশি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আজিমুল্লাহ প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুক্তিকামী ভারতীয়দের মুখপত্র স্বরূপ 'পায়ম-ই-আজাদী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। উর্দু, মারাঠি আর হিন্দিতে ছাপা হত পত্রিকাটি। তিনি ইউরোপ থেকে একটা ছাপার যন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন, সেই যন্ত্রেই ছাপা হত পত্রিকাটি। উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের গবেষক আসাদ ফয়সাল ফারুকি বলেন যে, ওই পত্রিকার মধ্যে দিয়েই বিদ্রোহের কথা, স্বাধীনতার কথা ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন আজিমুল্লাহ খান। তিনি স্বাধীনতার জন্য একই সঙ্গে মুসলমান, হিন্দু, শিখ – সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই বার বার তার পত্রিকার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সিপাহী বিদ্রোহের যে মার্চিং সং, সেটিও তারই লেখা। যার শেষ দুটি লাইনে বোঝা যায় সব ধর্মের মানুষকে কীভাবে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন : "হিন্দু মুসলমান শিখ হামারা, ভাই ভাই প্যেয়ারা, ইয়েহ আজাদি কা ঝাণ্ডা, ইসে সালাম হামারা" ... অর্থাৎ "হিন্দু, মুসলমান শিখ সবাই ভাই-ভাই, এই স্বাধীনতার পতাকাকে আমাদের সালাম"। 'পায়ম-ই-আজাদী'-র আহ্বান সিপাহী বিদ্রোহে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। তাই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর কোম্পানির ইংরেজ সৈন্যরা যার বাড়িতেই এই কাগজ পাওয়া গিয়েছিল তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। আজও ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে মহাবিদ্রোহের সমর্থক এই জাতীয়তাবাদী পত্রিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম।[১১]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক ১৮৫৮ সালে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের সমর্থন করেছিল এবং বাল্যবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতা করেছিল এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নীলচাষীদের সমর্থনে কলম ধরেছিল।[১২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হেমেন্দ্র কুমার, শিশির কুমার ও মতিলাল ঘোষের যৌথ উদ্যোগে ১৮৬৮ সালে দ্বিভাষিক ইংরেজি ও বাংলা সাপ্তাহিক হিসেবে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রগুলির মধ্যে অন্যতম অমৃতবাজার পত্রিকা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচার করত।[১৩]

জন্মলগ্ন থেকে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র সোচ্চার হয়েছিল। ভারতীয় জনগণের স্বার্থরক্ষা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের দাবির প্রয়োজনে ক্রমান্বয়ে জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবুও ইংরেজ-শাসকের বিরোধিতা করার জন্য, শক্তিশালী সুসংহত সর্বভারতীয় সংগঠনের অভাব তখনও ছিল। অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম উপলব্ধি করেছিলেন যে, রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা ও ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় সংস্থা সংগঠিত করার প্রয়োজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে হিউম লিখেছিলেন : "নিজেরা নিজেদের প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ না হলে কিছুই হবে না। বিদেশীরা কিছুই তোমাদের দিতে পারে না। তবে তোমরা এগিয়ে এলে তারা তোমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিতে পারে"। তারই ভিত্তিতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীর কংগ্রেস সংগঠিত হয়।[১৪]

২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫ সালে, ৭২ জন সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক এবং আইনজীবী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের জন্য গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ, বোম্বেতে সমবেত হন।[১৫]

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংগঠন ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এর পর থেকেই দেশের প্রশাসনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হতে শুরু করে।[১৬]

ভারতীয় জনসাধারণের উচ্চতর পর্যায়ে জাতীয় সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৯ সালের পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতা নানা ধরনের স্বদেশী সংবাদপত্র প্রসারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক 'কেশরী' এবং 'দি মারাঠা' (একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক) দুটি পত্রিকাই জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ধারণা উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯০৭ সালে সুরাটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উদারপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে ভাগ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪ - ১৮) জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উদারপন্থি গোষ্ঠী ভারতীয় জনসাধারণের দাবি পূরণের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিল ও যুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। তিলকের নেতৃত্বে অপর গোষ্ঠী অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসনের জন্য দেশব্যাপী বিক্ষোভ সংগঠিত করার পক্ষপাতী ছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলনের প্রথম ঢেউ দেখা যায়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল এই আন্দোলন তারই পরিণতি। মহাত্মা গান্ধী, সি. আর. দাশ, মতিলাল নেহেরুসহ কংগ্রেস ও খিলাফৎ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। আন্দোলনের ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রসারিত হয়। ১৯১৯ সালে গান্ধীজি 'Young India' প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তার রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচির মুখপত্র হয়ে ওঠে। ১৯৩৩ সালের পর 'হরিজন' নামে একটি ইংরেজি হিন্দি এবং অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বেশ জনপ্রিয় ছিল। ১৯১৯ সালে পন্ডিত মতিলাল নেহেরু এলাহাবাদে 'Independent' (ইংরেজি দৈনিক) প্রকাশ করেন। এটি ছিল কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতামত প্রচারের মুখপত্র। ১৯৩০ সালে এস. সদানন্দের সম্পাদনায় 'Press Journal' নামে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি কংগ্রেসের স্বাধীনতা দাবি ও সংগ্রামের দৃঢ় সমর্থক ছিল। ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রেরও বিস্তার হতে থাকল। সমস্ত প্রদেশ ও উল্লেখযোগ্য শহরে দেশীয় ভাষায় এবং ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দুতে সাময়িক পত্র, দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হত।[১৭]

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে গণমাধ্যম : স্বাধীনতা উত্তর ভারতে গণমাধ্যম জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকারের তালিকার মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় জনগণের সংবাদ পাওয়ার অধিকার (Right to Information)।[১৮]

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। Harold Joseph Laski বলেছেন, "যা কিছু ঘটেছে, যা সংবাদ তার সবটা স্বাধীন ও অবিকৃতভাবে নাগরিকের কাছে পৌঁছাতে হবে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে নাগরিকগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তবেই গণতন্ত্র সফল হবে"। ভারতের সংবাদপত্রের ঐতিহ্য অতি উজ্জ্বল। ইংরেজ শাসনের আমলে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তাদের স্বাধীন ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার পরেও ভারতের সাংবাদিকতা এই মহান ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছে। সবসময় সাংবাদিকরা শাসক দলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পক্ষে লেখনী ধারণ করেছেন এমন নয়। তবে গণতন্ত্রের প্রশ্নে মুখ্য ঘটনাগুলিতে তাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।[১৯]

১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং সংবাদপত্র গুলি ছাপার আগে সবকিছু সেন্সর করিয়ে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিল। এইসব প্রতিকূলতার মধ্যেও সংবাদপত্রের উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। ভারতের গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণমাধ্যম দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বা সংকট, অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে এবং জাতীয়তাবাদের প্রসারে স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে।

রেডিও : ১৯২৩ সালের জুন মাসে বোম্বে রেডিও ক্লাব দেশে প্রথম অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। এর পাঁচ মাস পরে নভেম্বর, ১৯২৩ ক্যালকাটা রেডিও ক্লাব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯২৭ সালে ২৩ জুলাই ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্ট কোম্পানি (আইবিসি), বোম্বে স্টেশন ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইন উদ্বোধন করেন। এপ্রিল ১৯৩০ সালে, শিল্প ও শ্রম বিভাগের অধীনে 'ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার পরিষেবা' পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে শুরু হয়। ১৯৩৫ সালের ৩০ আগস্ট, Lionel Fielden ভারতে প্রথম 'সম্প্রচার নিয়ন্ত্রক' নিযুক্ত হন। পরের মাসে আকাশবাণী মহীশূর, একটি বেসরকারী রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয়। জুন ৮, ১৯৩৬ সালে, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার পরিষেবা All India Radio (AIR) অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া রেডিওতে পরিণত হয়। ১লা আগস্ট, ১৯৩৭ কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। ১৯৩৭ সালে AIR যোগাযোগ বিভাগের অধীনে আসে এবং চার বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগের অধীনে আসে। ১৯৫৬ সালে জাতীয় সম্প্রচারকের জন্য 'আকাশবাণী' নামটি গৃহীত হয়েছিল। 'বিবিধ ভারতী' পরিষেবাটি ১৯৫৭ সালে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র সঙ্গীতের প্রধান উপাদান হিসাবে চালু করা হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে প্রথম টিভি স্টেশন AIR-এর অংশ হিসাবে শুরু হয়েছিল।

'Indian Agricultural Research Institute' Pusa, নয়াদিল্লিতে ১৯-২১শে মার্চ ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কৃষি উন্নয়ন মেলা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী রাধা মোহন সিং-এর বার্তা, AIR এর মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী সম্প্রচার করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা ভারত সরকার ২০১৬ সালের খরিফ মরসুম থেকে শুরু করেছিল। ১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে সমস্ত AIR স্টেশনগুলিকে কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য এই প্রকল্প সম্পর্কে প্রচার এবং সচেতনতা প্রচার চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ স্বাস্থ্য, মহিলা ও শিশুদের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুষ্ঠানগুলি অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে নিয়মিত সম্প্রচার হয়। এছাড়াও AIR বা আকাশবাণী জাতীয় বা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্প্রচার করে থাকে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণ। নয়াদিল্লি থেকে ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডের সরাসরি সম্প্রচার। বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ। ১৫ই আগস্ট দিল্লির লাল কেল্লার প্রাচীর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান এবং জাতির উদ্দেশে ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার। ভারতের নির্বাচন কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত উপযুক্ত কর্মসূচি।[২০]

টেলিভিশন : ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) বিশ্বে প্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করার পর ১৯৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজধানী দিল্লিতে প্রথম টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যান চলাচল, পথ চলার নিয়ম-কানুন, নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকারের মতো বিষয়ে সপ্তাহে দু'দিন এক ঘন্টা করে অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করা হত। ১৯৭২ সালে ভারতে টেলিভিশনের প্রথম বড় আকারের সম্প্রসারণ করা হয়। এই সময় বোম্বাইতে দ্বিতীয় টেলিভিশন কেন্দ্রটি খোলা হয়, এরপর শ্রীনগর এবং অমৃতসরে ১৯৭৩ সালে এবং কলকাতা, মাদ্রাজ এবং লক্ষ্ণৌ'তে ১৯৭৫ সালে টেলিভিশন কেন্দ্র খোলা হয়। এই সময় সাদাকালো ছবি টেলিভিশনে সম্প্রচার হত। ১৯৭৬ সাল নাগাদ ভারত সরকারের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে জাতীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্ক হিসাবে দূরদর্শনকে পৃথক বিভাগ হিসাবে গড়ে তোলে। মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য ও অখন্ডতা, যদিও সম্প্রচারের মধ্যে কিছু বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর ফলে, টেলিভিশন সাধারণ মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর, ১৯৮২ সালে দেশের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ 'Insat-1A' দূরদর্শনের সমস্ত আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সেই প্রথম দূরদর্শন দিল্লি থেকে অন্য সমস্ত দূরদর্শন কেন্দ্রের জন্য জাতীয় অনুষ্ঠান শুরু করে। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে দেশে এশিয়ান গেম্স - এর আয়োজন করা হয়েছিল এবং এই গেম্স - এর সম্প্রচারের সময় থেকেই রঙিন ছবির সম্প্রচার শুরু হয়। এরপর ৮০-র দশক ছিল দূরদর্শনের বিখ্যাত টেলিভিশন সিরিয়াল 'হামলোগ' (১৯৮৪), 'বুনিয়াদ' (১৯৮৬ - ৮৭) এবং 'রামায়ণ' (১৯৮৭ - ৮৮) ও 'মহাভারত' (১৯৮৮ - ৮৯)-এর মতো পৌরাণিক নাটক দূরদর্শনে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ৯০-এর দশকের প্রথম দিকে উপগ্রহ টেলিভিশনের মাধ্যমে CNN -এর মতো বিদেশি অনুষ্ঠানের সম্প্রচার। এরপরেই Star-TV এবং তার আরও কিছু পরে G-TV এবং Sun-TV-র মতো দেশীয় চ্যানেলগুলি ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। এরপর ১৯৯০ - এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কেবল্ টেলিভিশন সম্প্রচার পারিবারিক বিনোদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দেয়।[২১]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম : বর্তমানে, Social media বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, এবং এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা মানুষের সাথে সংযোগ করতে এবং তথ্য ভাগ করতে ব্যবহার করা হয়। ভারতের সরকারি দপ্তর বা বিভাগগুলি বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুবিধা নিতে পারে। Ministry of Information and Broadcasting (MIB) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক সরকারী খবর এবং তথ্য সরবরাহ করতে, সরকারী অনুষ্ঠান এবং পরিষেবা প্রচার করতে এবং নাগরিকদের সাথে জড়িত থাকার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। নাগরিকদের ট্যাক্স এবং আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জনস্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য এবং পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং তাদের সরকারি কর্মসূচি এবং পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। বিভিন্ন সরকারী সংস্থাগুলি নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করতে, গ্রাহক সহায়তা প্রদান, প্রতিক্রিয়া পেতে, তথ্য ও পরিষেবা প্রদান এবং নাগরিক সচেতনতার প্রচারের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে।[২২]

গণযোগাযোগে উন্নত প্রযুক্তির প্রবর্তন গণমাধ্যমকে আরও শক্তিশালী করেছে। সাশ্রয়ী মূল্যের স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেটে সহজলভ্যতা মিডিয়াকে সেকেন্ডের মধ্যে তথ্য প্রচার করতে সাহায্য করেছে। ভারতে ২০১২ সাল থেকে রাজনীতির উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে, ভারতীয় নির্বাচনে প্রচার ও যোগাযোগের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের রাজনৈতিক খ্যাতি এবং তাদের সমর্থকদের মধ্যে বার্তা প্রচারের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে।[২৩]

2019 সালের 14 ফেব্রুয়ারি, বিস্ফোরক-বোঝাই গাড়ি চালিয়ে আসা আত্মঘাতী জঙ্গি কাশ্মীরের কাছে পুলওয়ামায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের একটি কনভয়ের উপর আক্রমণ চালায়, এই ঘটনায় 40 জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সারা দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। এই

হামলার পাল্টা জবাবে 26 ফেব্রুয়ারি ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের বালাকোটের জইশ-ই-মহম্মদের জঙ্গি শিবিরে আঘাত হানে।[২৪]

ভারতীয় সেনা সূত্রের দাবি, ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ ১২টি মিরাজ-২০০০ যুদ্ধবিমান পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের বালাকোটে ২০ - ২১ মিনিটের অভিযানে, মাত্র দেড় মিনিটে ১০০০ কেজি ওজনের বোমা ফেলেছে। তাতে মারা গিয়েছে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন জঙ্গি।[২৫] সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহু পাক ব্যবহারকারীর পোস্ট থেকে জানা যায়, পাক সীমান্তে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান উড়তে দেখা গিয়েছে যা থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।[২৬] ভারতের গণমাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশ ঘটে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে এবং ভারতীয় বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী বার্তা বিনিময় ও আলাপ-আলোচনা হয়ে থাকে।

Reference:

১. পাল, তারাপদ, ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাস ১৭৮০ - ১৯৪৭ পৃ. ২৯
২. See পাল, ibid পৃ. ২২ - ২৩
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ, বাংলা সাময়িক পত্র প্রথম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, মাঘ ১৩৫৪
৪. দেশাই, এ আর, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬৩ পৃ. ১৯২
৫. চক্রবর্তী, রথীন, গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র পৃ. ২৩০
& hicky-s-bengal-gazette, NDTV, 13, may, 2024
https://www.ndtv.com/webstories/feature/hicky-s-bengal-gazette-india-s-first-newspaper-17329
৬. See পাল, ibid, পৃ. ৩৬
৭. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বিবিসি নিউজ বাংলা, ৮ মার্চ ২০২০,
https://www.bbc.com/bengali/news-50408248
৮. See দেশাই, ibid, পৃ. ১৯৩
৯. See পাল, ibid, পৃ. ১৩৯
১০. See পাল, ibid, পৃ. ১৪১ & See চক্রবর্তী, ibid, পৃ. ৬৮
১১. অমিতাভ ভট্টশালী, বিবিসি নিউজ বাংলা, কলকাতা ২৭ মার্চ ২০২৪
https://www.bbc.com/bengali/articles/c8v3lmjpm1vo
& See চক্রবর্তী, ibid, পৃ. ৬৬
১২. See দেশাই, ibid, পৃ. ১৯৩
১৩. See দেশাই, ibid, পৃ. ১৯৪
১৪. See পাল, ibid পৃ. ১৮৪
১৫. Indian National Congress, history of Congress
https://inc.in/brief-history-of-congress
১৬. See পাল, ibid পৃ. ১৮৫
১৭. See দেশাই, ibid পৃ. ১৯৫
১৮. See চক্রবর্তী, ibid পৃ. ১৬০
১৯. See চক্রবর্তী, ibid পৃ. ১৮১
২০. All India Radio/Prasarbharati
https://prasarbharati.gov.in/all-india-radio-2/#1588508332867-217ff0f1-f4fe

২১. কাচোট, সঞ্জয়, Journey of the television revolution, PIB, 06 August, 2017
https://archive.pib.gov.in/independenceday2018/ifregcontent.aspx?relidd=169686&langcode=BEN
২২. Leveraging Social Media: Enhancing User Experience through Social Platforms for Government India Websites
https://guidelines.india.gov.in/activity/leveraging-social-media-enhancing-user-experience-through-social-platforms-for-government-india-websites/
২৩. Mir; Aijaz Ahmad, Rao; Dr A.Nageswara, The Use Of Social Media In Indian Elections: An Overview, Webology (ISSN: 1735-188X) Volume 19, Number 6, 2022
২৪. হুডা, ডি এস লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত), বর্ষপূর্তিতে ফিরে দেখা বালাকোট হামলার সাফল্য, E TV Bharat, 04 March 2020
https://www.etvbharat.com/bengali/west-bengal/bharat/bharat-news/review-on-balakot-air-strike/wb20200304110112393
২৫. Choudhury, Premangsu, দেড় মিনিটেই সব শেষ! পাকিস্তানে ঢুকে জইশের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিল ভারতীয় বায়ুসেনা, আনন্দবাজার পত্রিকা, 27 February 2019
https://www.anandabazar.com/india/indian-air-strike-india-s-air-strike-on-pakistan-1.959061
২৬. Basu, Maharsh, ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতীয় বায়ুসেনার, এই সময় পত্রিকা, 10 June 2024
https://eisamay.com/world/panic-grips-in-karachi-after-blackout-with-rumours-of-iaf-strike-in-pakistan/articleshow/76301099.cms